মুরগী চোর -চাঁদনী

চোর গেল মুরগী ধরতে
পড়ে গেল নদীর কুলে।
ব্যাঙ গুলো ডেকে, গলা ভাঙে
চোরের গায়ে লাফিয়ে পড়ে।

কাঁদা মেখে গায়ে
মানুষ গুলো ভয়ে মরে।
ভূত ভূত বলে গেল চলে,
চোর এবার পালিয়ে বাঁচে।
কান ধরল চুরি সে ছেড়ে দেবে।

অণ্বেষা! তুমি ফিরবে কবে?-এম. সোহেল রানা

অণ্বেষা! তুমি ফিরবে কবে তোমার পথ চেয়ে আজো বসে আছি
তোমার কি পড়ে না মনে তুমি আমি ছিলাম কত কাছাকাছি।
তোমার অপেক্ষায় আজো আমি একা একা কষ্টের প্রহরগুলো গুনি অণ্বেষা! তোমার কি মনে কাটেনা আমাকে, সেই দিন-ক্ষণের কথা গুলি।

অণ্বেষা!
তুুমিতো কোন একদিন এসে বলতে পারতে আমি চলে এসেছি জান
সেদিন কি আমার ভালোবাসার দাম দিতে তোমার চলে যেত মান।
না আমি তোমাকে পশুর ন্যায় দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারতাম
সে কেমন বিশ্বাস মোরা দু’জন দু’জনার মধ্যে স্থাপন করেছিলাম।

অণ্বেষা!
তুমি আসবে সেই দিন যেদিন আমি আর তোমাকে দেখতে পাবনা
যে দিন তোমার সাথে মনের অব্যক্ত কথা গুলো বলতে পারবনা,
শুনতে পাবনা মধুর বাণী, গুমরে গুমরে জ্বলে পুঁড়ে হাহাকার অন্তর অপলোক দৃষ্টিতে চেয়ে কষ্টের গ্লানি শুধু দেহখানি পড়ে রবে নিথর।

অণে¦ষা! সে দিন তুমি খবর পেলেই এসো,
যে দিন আর তোমাকে ডাকতে পারবনা বলতে পারবনা হেসে
কষ্ট নিওনা এসে তুমি দু’দন্ড সময় কাটিও আমার লাশের পাশে বসে। দুনিয়ায় দু’দিন মুছাফির হয়ে এসেছিলাম যে খালি হাতে
মৃত্যুর পথযাত্রী সেদিন মোর আমলনামা ছাড়া কিছুই যাবেনা সাথে।

ঘাসের ডগায় শিশির-গোলাম মোরশেদ চন্দন

ঘাসের ডগায় শিশির যেমন
রোদ পেলেই হাসে
আমার এ মন তোমায় পেলে
তেমন ভালোবাসে।
তেমন ভালোবাসে
বন্ধু তেমন ভালোবাসে।।

দূরে গেলে পাখা মেলে উড়াল দিতে চাই
মন আমার কাছে
যেতে বলে যে হারাই
আকাশের মেঘের মত
মন আমার অবিরত
ওড়ে তোমার পাশে।।

ঝাউয়ের বনে যেমন বাতাস শব্দ করে চলে
তুমি কাছে না থাকলে মন প্রেম অনলে জ্বলে।

ফাগুন মাসে যেমন আসে গাছেতে মুকুল
লাউয়ের ডগার মত মনটা দোলাচ্ছে দ্যোদুল

শিমুলের ফুলে ফুলে
শালিকেরা প্রাণ খুলে
ডাকে যে উল্লাসে।

মাছরাঙা-মোয়াজ্জেম বিন আওয়াল

পুকুরটা হয় গোল
মাছ করে কলকল।
মাছরাঙা ধ্যান ধরে
মাছের নেশায়।

মাছ দুটি ধরা হলে
মাছরাঙা যায় গাছে,
এইভাবে খাবার খেয়ে
জীবন তাদের বাঁচে।

বন্ধু তোরে মনে পড়ে-সুস্মিতা জাফর

আকাশ ভরা ঘন কাল
গুচ্ছ মেঘের ভেলা;
বন্ধুবিহীন জীবন কাঁদায়
আজ এ বিকেল বেলা।

দখিণ হাওয়া শিষ দিয়েছে ঘাস-পাতা-ধান জুড়ে;
আমরা দু’জন হাত ধরে সেই হারিয়ে যেতাম দূরে।

জমিয়ে রাখা মনের কথা
গল্প দারুন হত;
স্মৃতিগুলো অতীত হয়ে
লুকায় ইচ্ছেমত।

হঠাৎ করে আজ এ দিনে
সেসব পড়ে মনে;
স্বপ্নপগুলো ডাক দিয়ে যায়
দিব্যি প্রতি ক্ষণে।

অবহেলা-অধম নুর ইসলাম

“হাসি মুখে থাকে শিশু
হাসিতে ভরা প্রাণ,
আনন্দে গায় এই শিশুরাই
আগামীর জয়-গান।

শিশুরা চায় আদর শিশুরা চায় ভালবাসা,
এই আদর ভালবাসা নিয়ে-
শিশুরা গড়ে স্বপ্নের বাসা।
শিশুদের ‘অবহেলা কখনো
করিওনা কেউ।

শিশুদের মুখে হাসি দেখে
ভুলে যাই-মনের দুঃখ,
থেমে যায় কান্নার ঢেউ।”

ডল -জুলফিকার আলী

হাসছে দেখ ছোট্ট সোনা
ঝুমঝুমিটা নিয়ে,
খেলনা ডল তাই অবাক চোখে
রয়েছে তাকিয়ে!

ঘুমাই না ডল খায় ও না সে
তাকিয়ে শুধু থাকে,
মজার মজার গল্প বলেও হাসানো যায় না তাকে!

ছোট্ট সোনা নাম ধরে তার ডাকে আয় বেবিডল,
না শুনে কথা একখানে
পড়ে রয় অবিচল!

ছোট্ট সোনা রাগ করেছে
ডলের ওপর ভীষণ,
রাগে চোটে চাঁদের দেশে
যাওয়ার নিল মিশন!

রবি শিশির ফড়িং – শরীফ সাথী

রাত অবধি ভোর গড়িয়ে
শীত শিশিরের দোল ছড়িয়ে
রোজ সকালে সবুজ পাতায়
সকল শিশির কণা হাসে,
ঘাসের ডগার এ ডাল সে ডাল
ছন্দ তুলে এ তাল সে তাল নেচে গেয়ে ঘুরে বেড়ায় ফড়িং এর দল অনায়াসে। দূর আকাশের রবির হাসি

বললো সবুজ ভালোবাসি
ছুঁয়ে দিতে এলাম তাই,
ফড়িং সাথে খেলো খেলা
সবুজ ভূমি বসাও মেলা
বললো শিশির, গেলাম ভাই?

উল্টে গেল হাতি-লতিফা আক্তার লিলি

গোল্লাছুট খেলতে গিয়ে
উল্টে গেল হাতি।
ছুটে এলো তুলতে তাকে
কচ্ছপের নাতি।
ওরে বাবা ভীষণ ভারী
তুলি কেমন করে
তাই না শুনে হাতি আবার
কাঁদতে থাকে জোরে
সিংহ, ভাল্লুক, জিরাফ, খরগোশ
শিয়াল দেয় হাক
কেমন করে পড়ে গেল
হচ্ছে ভীষণ রাগ।

উল্টে গেল হাতি-লতিফা আক্তার লিলি

গোল্লাছুট খেলতে গিয়ে
উল্টে গেল হাতি।

ছুটে এলো তুলতে তাকে কচ্ছপের নাতি।
ওরে বাবা ভীষণ ভারী
তুলি কেমন করে
তাই না শুনে হাতি আবার কাঁদতে থাকে জোরে
সিংহ, ভাল্লুক, জিরাফ, খরগোশ শিয়াল দেয় হাক
কেমন করে পড়ে গেল
হচ্ছে ভীষণ রাগ।